দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম সন্দেশ

Fortnightly Newspaper: Vol-1 ● Issue - 11 ● November 2024 ● Tittle code : WBBEN16094 ● Declaration No. : 10/SDO-BKP/ 2023 Dt. 24.11.2023 ● Price: 5/-

কমেছে আই পি এলের দর

আইপিএলের এখন বিরাট রমরমা। কিন্তু এই রমরমার মধ্যেও একটা অশনি সঙ্কেত দেখছে ভ্যালুয়েশন সংস্থা ডি অ্যান্ড পি অ্যাডভাইসরি।

১৬% হারে বোনাস চা ও বাগিচা শ্রমিকদের

উত্তরবঙ্গে তরাই ও ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের এখন থেকে ১৬ শতাংশ হারে বোনাস মিলবে।

বিধানসভার উপনির্বাচন

৫ জেলা, ৬ কেন্দ্র, ২০ টি মনোনয়ন পত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ রাজ্যের বিধানসভার উপ নির্বাচনে এ পর্যন্ত ২০ টি মনোনয়ন পত্র জমা পড়েছে। আগামীকাল শেষদিন। পাঁচটি জেলার ছয়টি আসনে ভোটগ্রহণ আগামী ১৩ নভেম্বর। সবকয়টি আসনেই বিজেপির প্রার্থীরা ইতিমধ্যে জমা করেছেন তাদের মনোনয়ন। যদিও শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও এ পর্যন্ত মাত্র দুটি কেন্দ্রে - নৈহাটি ও হাড়োয়াতে প্রার্থীরা জমা দিয়েছেন মনোনয়ন। কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত চারটি কেন্দ্র নৈহাটি, সিতাই, হাড়োয়া ও তালডাংরা কেন্দ্রে মনোনয়ন পত্র বৃহস্পতিবার দাখিল করেছে। এছাড়াও বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা কেন্দ্রে সিপিআই (এম) ও ফরওয়ার্ড ব্লক কোচবিহারের সিতাই আসনে একটি করে জমা দিয়েছে মনোনয়ন পত্র। নির্দল প্রার্থী হিসেবে একটি মাত্র মনোনয়ন পত্র জমা পড়েছে আলিপুরদুয়ার জেলায় মাদারিহাট কেন্দ্রে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত সর্বাধিক মনোনয়ন পত্র জমা পড়েছে দুই কেন্দ্র হাড়োয়া (৫) ও মাদারিহাটে (৪)। অন্যান্য দলের সবচেয়ে বেশি পাঁচটি - নৈহাটি (১), মাদারিহাট ও হাড়োয়া কেন্দ্রে - (২) করে। যদিও এ পর্যন্তই ৪টি মনোনয়ন পত্র জমা পড়েছে নৈহাটি কেন্দ্রটিতে।এছাড়াও মেদিনীপুরে (১টি)ও সিতাই (৩টি) এবং তালডাংরাতে (৩টি) করে। আগামী ২৮ তারিখে পরীক্ষা করে দেখা হবে।

রাজ্যের ছয় বিধানসভা আসনে উপ নির্বাচন ১৩ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৩ নভেম্বর এ রাজ্যের ছয় বিধানসভা আসনের উপ নির্বাচন। সম্প্রতি এই ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তবে, ফল ঘোষণা করা হবে ২৩ নভেম্বর। যে সমস্ত বিধানসভার আসন খালি রয়েছে সেগুলো - উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটি। প্রাক্তন বিধায়ক তথা সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক গত লোকসভা নির্বাচনে ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ

হয়েছেন। মেদিনীপুর থেকে জুন মালিয়া, তালডাংরা থেকে অরূপ চক্রবর্তী, মাদারিহাট থেকে মনোজ টিগ্গা, সিতাই থেকে জগদীশ চন্দ্র বসুনিয়া, হাড়োয়া থেকে নুরুল ইসলাম বিধায়ক আসন থেকে লড়াই করে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। এ কারণেই আসনগুলি বিধায়কহীন হয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা হতেই ফের ভোটের দামামা বেজে গেল। প্রসঙ্গত হাড়োয়া আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে বসিরহাট কেন্দ্র থেকে লোকসভা আসনে জিতলেও বর্তমানে ওই সাংসদ প্রয়াত। যদিও লোকসভা কেন্দ্রের ওই আসনে উপ নির্বাচন হচ্ছে না।

সন্দেশ
Vol-1 ● Issue - 11 ● November 2024 ● Tittle code : WBBEN16094
● Declaration No. : 10/SDO-BKP/ 2023 Dt. 24.11.2023

আরজি কর কাণ্ড: বৃহত্তর নাগরিক সমাজ এবার কী করবেন?

জুনিয়র ডাক্তারদের সুমতি ফিরলেও সরকার কেন এত অসহিষ্ণু কাটল না

সঞ্জীব রাহা:এই লেখার আড়াই মাস আগে আরজি কর হাসপাতালে তরুণী ডাক্তারের নৃশংস হত্যার ঘটনার অভিঘাতে কলকাতার নাগরিক সমাজের নিদারুণ হতাশা থেকে উদ্ভুত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, আমরা পলে পলে তার কম্পন টের পেয়েছি। মিছিল, মৌন মিছিল, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানের মিছিল এবং সিংহভাগ নাগরিকের এককাট্টা রাত দখলের কর্মসূচি প্রশাসনের যেভাবে ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছিল, আজ আড়াই মাস পরে এসে সেই প্রদিবাদের জোয়ার কি কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে? এ প্রশ্ন আমার নয়, প্রতিবাদী নাগরিক সমাজেরই এক অংশের। যে তরুণী ডাক্তারটি সেই অর্থে একটি প্রাতিষ্ঠানিক হিংসার বলি হল নির্মম ভাবে, বৃহত্তর জনসমাজের গণপ্রতিবাদের মূল ভাষাটি ছিল কিন্তু মেয়েটির হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত দোষী বা দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া। এবং সেটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারকমণ্ডলীও সেই লক্ষ্যেই এই ঘটনার তদন্তভার তুলে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই-এর হাতে। কিন্তু এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তার ফল কী দেখা গেছে? না- অনেক জিজ্ঞাসাবাদ, অনেক অনুসন্ধান, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আদালতে তাঁরা একটি প্রাথমিক চার্জশিট পেশ করতে পেরেছেন, যার মোদ্দাকথা, এই ঘটনা সম্পর্কে সেই প্রথমদিন থেকে গোটা বিশ্বের মানুষ যেটা ধরেই নিয়েছিলেন, সেটিই। অর্থাৎ মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ই আসল কালপ্রিট। এর বাইরে সম্ভাব্য কিছু কিছু প্রাথমিক তথ্য তাঁদের হাতে এসেছে, কিন্তু আশাব্যাঞ্জক কোনো সূত্রই তাঁরা পেশ করতে পারেননি। অথচ ঘটনার পরম্পরায় একটা নাবালক শিশুও বুঝতে পারছে, ওই নৃশংসতার পেছনে একটি সংগঠিত গোষ্ঠীর হাত আছে এবং ঘটনার সময় মূল অভিযুক্ত ছাড়াও আরও কেউ বা কেউ কেউ সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। যদিও সিবিআই সূত্রের মতে, প্রায় প্রতিদিনই সন্দেহভাজনদের সম্পর্কে যে ধরনের সূত্র পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এই ঘটনার রাঘব বোয়ালদেরও সামনে নিয়ে আসা যাবে।

কিন্তু এর পরেও হতাশ নাগরিক সমাজ তাঁদের প্রতিবাদের অভিঘাত আরও খানিক বাড়িয়ে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রশাসনিক ভাবে সরকারের একের পর এক নানা দুর্নীতির প্রতি ঔদাসীন্যর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের ঢেউ গর্জে উঠেছিল, বাস্তবিক সেই রেশ কিন্তু অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে- ক্রমে এই বিশ্বাসে যাঁরা হতাশ হচ্ছেন, আমিও তাঁদের দলে। অন্যেরা এই ভত্ব মানুক আর নাই মানুক, অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই যে, একেবারে তৃণমূলপ্তরের নারীপুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ নাগরিকদের বুকফাটা যে প্রতিবাদী আর্তনাদ গর্জে উঠেছিল সেই হুংকারের রাশ ক্রমেই প্রথমে রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তারদের ফ্রন্ট এবং তার পরে সিনিয়র ডাক্তার-সহ অন্যান্য ডাক্তারি সংগঠনগুলির হাতে চলে গেছে। সামনে চলে এসেছে সামাজিক ভাবে অত্যন্ত জরুরি কিছু বিষয়, যার সঙ্গে মূলত রাজ্যের সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার একপ্রকার আমূল পরিবর্তন ও চিকিৎসক-সহ স্বাস্থ্য কর্মীদের পূর্ণ নিরাপত্তার বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে। কোনো দ্বিধা নেই বলতে যে, অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবি। যে ১০ দফা দাবি নিয়ে জুনিয়র ডাক্তাররা পথে নেমেছিলেন, মজার ব্যাপার হল এই যে, প্রথম থেকেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রশাসন সেগুলোর প্রতি এমনই ঔদাসীন্য দেখাতে শুরু করেছিল যে, বিষয়টি যেন বাচ্চা ছেলেমেয়েদের একটা 'চু-কিত কিত' খেলার মহড়া। অথচ রাজ্যের প্রতিটি মেডিকেল কলেজে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যে ধরনের তথাকথিত হুমকি সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, সে-বিষয়টি সম্পর্কে নাকি সরকারের কোনো ধারণাই ছিল না।

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের ৭২ দিনের মাথায় ২১ অক্টোবর তৃতীয় বারের জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আন্দোলনরত চিকিৎসক ছাত্রদের প্রতিনিধিদের বৈঠকের হকিকত দেখে এবং শুনে তো অন্তত তাই মনে হল!

তবুও মন্দের ভালো, দেরিতে হলেও সরকার বুঝল যে এবার কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু যখন তারা বুঝল যে, বিষয়টি অভটা লঘু করে দেখার মতো নয়, তখন অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় নেমে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েও একপ্রকার মাঝপথেই ফিরে এসেছিলেন। কারণ, বেতারবার্তায় খবর এসেছিল সরকারের স্নেহধন্য বড় ডাক্তারবাবু সন্দীপ ঘোষকে সিবিআই অ্যারেস্ট করতে যাচ্ছে। সেদিন সেই তড়িঘড়ি মুখ্যমন্ত্রীর চলে যাওয়ার ঘটনা না ঘটলে হয়তো বিষয়টি তখনই একটি পরিণতির দিকে যেতে পারত। সেটি তো হলই না, উপরক্ত মন্ত্রী চন্দ্রিমাদি ডাক্তারদের আন্দোলন সম্পর্কে এমন একটি মন্তব্য করে বসলেন যে, তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়টি আরও বেশি জঙ্গি হয়ে উঠল। এমন একটি ঘোরাল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু একটিবারের জন্যেও চন্দ্রিমাদিকে একটি কথাও বললেন না। আর পাঁচটা বিষয়ে তিনি যেমন সর্বংসহা, এক্ষেত্রেও তিনি ঘটনাটি সয়ে গেলেন। অথচ তিনি কিন্তু সদিচ্ছা নিয়েই ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন!

এ প্রসঙ্গে আর যাচ্ছি না। আমি বরং নাগরিক প্রতিবাদের যে ম্রিয়মান দিকের কথা শুরু করেছিলাম, সেদিকেই মুখ ফিরিয়ে দেখি। তাঁর আগে জুনিয়র ডাক্তারদের সার্বিক দাবিদাওয়া ও রাজ্যের ভেঙেপড়া স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে কী উদ্যোগ ছিল সেটির দিকে একটু তাকানো যাক। প্রথম দিন থেকেই আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা যে ১০ দফা দাবি পেশ করেছিল, সেগুলিও আবার একটু দেখে নেওয়া প্রয়োজন। দাবিগুলি হল- ১) দীর্ঘসূত্রিতায় বিভ্রান্ত না করে দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে অভয়ার ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে হবে। ২) স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রশাসনিক অক্ষমতা ও দুর্নীতির দায় স্বাস্থ্যমন্ত্রককে নিতে হবে এবং স্বাস্থ্যসচিবকে অবিলম্বে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। ৩) অবিলম্বে রাজ্যের সমস্ত হাসপাতাল ও মেডিকাল কলেজে কেন্দ্রীয় রেফারাল ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ৪) প্রতিটি মেডিকাল কলেজ ও হাসপাতালে ডিজিটাল বেড ভ্যাকান্সি মনিটর চালু করতে হবে। ৫) অতি দ্রুত সব ক-টি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব-সহ কলেজ ভিত্তিক টাস্ক ফোর্স গঠন করে প্রয়োজনমাফিক সিসিটিভি, অন কল রুম, বাথরুমের সাথে হেল্পলাইন নম্বর, প্যানিক বোতামের ব্যবস্থা করতে হবে। ৬) হাসপাতালগুলিতে পুলিশি সুরক্ষা বাড়াতে হবে। সিভিক ভলেন্টিয়ার নয়, স্থায়ী পুরুষ ও মহিলা পুলিশকর্মী নিয়োগ করতে হবে। ৭) হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শূন্যপদগুলি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। ৮) প্রতিটি মেডিকাল কলেজে থ্রেট সিন্ডিকেটে জড়িতদের বিরুদ্ধে এনকোয়ারি কমিটি বসিয়ে তাদের শাস্তি দিতে হবে। রাজ্যস্তরেও এনকোয়ারি কমিটি তৈরি করতে হবে। ৯) অবিলম্বে রাজ্যের প্রতিটি মেডিকেল কলেজে ছাত্রসংসদ নির্বাচন করতে হবে। সব ক-টি কলেজে আরডিএ-কে স্বীকৃতি দিতে হবে। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালনার সব ক-টি কমিটিতে ছাত্রছাত্রী ও জুনিয়র ডাক্তারদের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে হবে। ১০) ডব্লিউবিএমসি ও ডব্লিউ বিএইচআরবি-এর অভ্যন্তরে যে ব্যাপক দুর্নীতি ও বেনিয়মের অভিযোগ আছে তার সাপেক্ষে দ্রুত তদন্তপ্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

গত ১৪ অক্টোবর রাজ্যের মুখ্য সচিব ১০টি চিকিৎসক সংগঠনকে ডেকে যে বৈঠক করেছিলেন, সংগঠনগুলির নেতৃত্ব যদিও সেই বৈঠককে নিষ্ফল বলে আখ্যা দিয়ে তাঁদের আন্দোলন বহালই রেখেছিন যে যাঁর পথে। কিন্তু মুখ্য সচিব ওই বৈঠককে একেবারে নিষ্ফল বলতে রাজি হননি। তিনি জানিয়েছিলেন, ইতিমধ্যেই আন্দোলনকারীদের ১০টি দাবির মধ্যে ৭টি দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। বাকি ৩টি দাবিগুলি সম্পর্কে প্রশাসনিক কিছু জটিলতা ও বাধ্যবাধকতার কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়।

২১ তারিখের বৈঠকেও 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট' (ডব্লিউবিজেডিএফ)- এর নেতৃত্ব মোটেই সন্তুষ্ট হননি। তাঁরা ওই বৈঠকে সরকার পক্ষের (বলা ভালো মুখ্যমন্ত্রীর) শরীরী ভাষায় মোটেই আশাব্যাঞ্জক কিছু বার্তা পাননি বলেই জানিয়েছেন। তবে তাঁরা তাঁদের অনশন কর্মসূচি ও চিকিৎসা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার সব থেকে স্বস্তি পেয়েছেন সাধারণ মানুষ। যদিও ডব্লিউবিজেডিএফ- এর দাবি, তাঁরা মোটেই মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নেননি, নিয়েছেন মৃত অভয়ার বাবামায়ের অনুরোধে। সে যাই হোক না কেন, যে অসীম উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ নিয়ে গোটা রাজ্যের শয়ে শয়ে অসুস্থ মানুষের পরিবার পরিজন এই বাহাত্তর দিন ধরে সময় কাটিয়েছেন, সেটির তো অবসান হল।

এখন দেখার বিষয় এর আগে মুখ্য সচিবের পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ডাক্তার সংগঠনগুলির আরও একটু বিবেচক হওয়া অসম্ভব ছিল কি? বিশেষ করে অনেক টালবাহানা করেও সরকারি ভাবে যখন তাঁদের দাবিগুলি নিয়ে প্রশাসন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মতো সদিচ্ছা দেখাতে শুরু করেছিল? যে ৭টি দাবি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ এবং আংশিক হলেও পূরণ করা হয়েছে, সে-বিষয়ে জনস্বার্থেই বোধহয় সংগঠনগুলির ইতিবাচক মনোভাব নেওয়ায়ই সকলের জন্য মঙ্গল ছিল। এ প্রসঙ্গে অনেকের কাছেই হয়তো এমনই যুক্তি থাকবে, সেটা করলে ২১ তারিখের বৈঠকটি কি সম্ভব হতো। অন্তত একটা বার্তা তো সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেছে যে, পড়ুয়া ডাক্তারদের মানসিক জোরও কম নয়।

সেটাই যদি লক্ষ্য ছিল, তাহলে শেষ বৈঠক শেষ করে এসে অনশন ও প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য ধর্মঘট প্রত্যাহারের কারণ হিসাবে ফ্রন্টের অন্যতম নেতা দেবাশিস হালদারকে কেন বলতে হল যে, স্বাস্থ্য ধর্মঘট করে আদৌ সরকারের কাছে কোনো বার্তা পৌঁছনো যাবে না? আসলে ঘটনার স্রোত যেহেতু তাঁদেরই অজ্ঞাতসারে যেদিকে বইতে শুরু করেছিল, তাতে তাঁদের আরও অনেক আগেই সচেতন হওয়া উচিত ছিল। কেননা ওয়েস্টবেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট পাঠরত ডাক্তারদের সুরক্ষা থেকে শুরু করে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রচলিত অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী মঞ্চটি প্রস্তুত করেছিল, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার নৈতিক দায় তো তাদেরই। পরবর্তীতে অন্য যেসব ডক্টরস ফোরাম তাদের আন্দোলনের সাথী হতে এসেছে, আন্দোলনের ধারায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডব্লিউবিজেডিএফ-এর মাথার উপর দিয়ে তাদের সরাসরি হস্তক্ষেপ কতখানি বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত- সেটি নিয়ে নাগরিক মহলেই অনেকের প্রশ্ন আছে বলেই শোনা যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য, সেটা খুব একটা অসঙ্গত নয় বলেই মনে হয়।

ডব্লিউবিজেডিএফ-এর নেতৃত্বের মধ্যেও ইতিমধ্যেই দ্বিমত সৃষ্টি হওয়ায় এই প্রশ্ন ওঠাটাও স্বাভাবিক যে, প্রথম থেকে তাঁদের আন্দোলন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক বলা সয়েও প্রচ্ছন্ন ভাবে কিন্তু একটা রাজনৈতিক প্রচ্ছায়ার বাতাবরণ তৈরি হয়েই গিয়েছে। নতুবা এতগুলি (প্রায় ১০টি) সংগঠনের ভিড়ে ডব্লিউবিজেডিএফ-এর ভূমিকা শেষ পর্যন্ত অনশনের মতো একটি মঞ্চে ভুলে নিয়ে যেতে হল কেন? অথচ তার অনেক আগেই মূল সমস্যা সমাধানের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া যেত। পরিতাপের বিষয় এই যে, অনশন চলাকালীন অন্তত পাঁচজন অনশনরত জুনিয়র ডাক্তারের শারীরিক অবস্থার ক্রমঅবনতি হয়েছে। কেউ কেউ বিপজ্জনক অবস্থাতেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে চাননি। অনশন প্রত্যাহারের দিনও কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের দু-জন অনশনকারীকে হাসপাতালে

প্রতিমা নিরঞ্জন

নিমতলা ঘাট পরিদর্শনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, নিজস্ব প্রতিনিধি: বাঙালির সেরা উৎসবে মাতোয়ারা বাংলা। মহাষষ্ঠীতে রাজপথে ভিড়। উৎসাহী জনতার। নিমতলা ঘাট পরিদর্শনে ঘুরে গেলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন পুর কমিশনার ধবল জৈন। সেইসঙ্গে গঙ্গার ঘাটের বর্তমান অবস্থাও খতিয়ে দেখা হল। ছিলেন কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরাও । এ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, শারদোৎসবের শেষে রয়েছে প্রতিমা নিরঞ্জনের বিষয়। এই সময়ে গঙ্গার ঘাট দিয়েও যাতায়াত বাড়ে। শুধুমাত্র নিত্যযাত্রী নয়। এই সময়ে প্রতিমা দর্শনে বাড়ে সাধারণের আনাগোনা। উৎসব মুখর দিনগুলিতে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে এবং নিরুপদ্রব যাতায়াত সচল রাখতে কলকাতা পুরসভা উদ্যোগী। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরাও মেয়রের এই ঝটিকা সফরে উপস্থিত। তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যেই উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল নদীর পলি। দীর্ঘদিন ধরেই নদীবক্ষে ওই পলি উত্তোলনের কাজ হয়নি বলে স্পষ্টভাবে জানান খোদ কলকাতার মহানাগরিক। তিনি বলেন, রে ফলে স্বভাবতই কলকাতা থেকে সোজা দক্ষিণে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা পর্যন্ত গঙ্গা নদীর নাব্যতা কমেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আশু সমাধান প্রয়োজন বলেই তিনি জানিয়েছেন।

আলিপুর মিউজিয়ামে ব্রেইল মানচিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ আলিপুর মিউজিয়ামে এখন থেকে ব্রেইল সুবিধা মিলবে। গত বুধবার এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এই বিশেষ কার্যক্রমের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ইয়ং ইন্ডিয়ানস, কলকাতা চ্যাপ্টার। এতদিন পর্যন্ত এই সুবিধা তাদের জন্য ছিল না। নিঃসন্দেহে অভিনব প্রয়াস। বিশেষ করে তাদের জন্য ব্রেইল মানচিত্র পর্যন্ত বসানো হয়েছে। ফিতে কেটে বুধবার আলিপুর মিউজিয়ামে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র। অন্যান্য পদাধিকারী ও পুরসভার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ব্রেইলদের জন্য এমন পরিষেবা চালুর দাবিটি দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি সংক্ষেপে সি আই আই এর তরফেও এই দাবি নিয়ে কলকাতা পুরসভা তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। চলতি মাসে ব্রেইল পাঠরতদের কাছে থেকে এক নব দিগন্তের সূচনা হল। এর ফলশ্রুতিতেই আলিপুর যাদুঘরে এখন থেকে তাদের পরিদর্শনে গিয়ে আর হয়রানির অবকাশ থাকছে না।

অন্যরকম পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি: সেন্টার ফর হেল্থ এন্ড সোশ্যাল জাস্টিস সংক্ষেপে সি এইচ এস জে। রাজধানী দিল্লিতে সদর দপ্তর হলেও তাদের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে রয়েছে এই শহরের বুকেও। মহিলাদের নিয়েই তাদের মূলত কাজ। অলাভজনক সংস্থা 'পরিচিতি' নামে তারা নীরবে কাজ করে চলেছে বয়স্ক মহিলাদের কল্যাণেই। ঢাকুরিয়া স্টেশন রোডে তাদের অফিস । সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও টিম লিডার, কলকাতা - কাকলি দেব এ প্রসঙ্গে জানালেন, তাদের নিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে দিদা সেন্টার। কলকাতা পুরসভার ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে শহীদ স্মৃতি কলোনিতে। দিদাদের জন্য একটি আন্তরিক উদ্যোগ। যাদবপুর বিধানসভার অন্তর্গত এই এলাকায় বছরভর ওরা কাজ করে। এবছর মহাপঞ্চমীতে প্রায় ২৫ - ৩০ জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বাস ভাড়া করে দিদাদের প্রতিমা দর্শন করিয়ে আনার তাগিদেই নড়ে বসেছিলেন উদ্যোক্তারা। এই বছর তাদের এই প্রথম পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। পাটুলি থেকে শুরু করে প্রতিমা দর্শন যাত্রা। মণ্ডপে মণ্ডপে দল বেঁধে দিদা'রা ঘুরছেন। বেশির ভাগই পরিচারিকার কাজ করেন। প্রথমেই কেন্দুয়া শান্তি সঙ্ঘ পরিদর্শনে। তাদের এবছরের থিম - অনুনাদ। দ্বিতীয় স্টপ যাদবপুর এলাকার তালতলা মাঠে। ইডিএফ পল্লী মঙ্গল সমিতির পূজো ঘুরে দেখলেন তাদের সকলেই। আয়োজক সংস্থার তরফে টিম লিডার কাকলি দেব এই প্রসঙ্গে জানালেন, বাস ভাড়া করে দিদাদের নিয়ে ঠাকুর দেখানোর পাশাপাশি চাঁদা তুলে তাঁদের পুজোয় নতুন কাপড় উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। আইসক্রিম খাওয়ানো হয় । দেশপ্রিয় পার্ক, সিংহী পার্ক, কসবা বোসপুকুর, রাজডাঙা উদয় সঙ্ঘ প্রভৃতি পুজো মণ্ডপে ঘুরে এসে দিদাদের দলও স্বভাবতই যারপরনাই খুশি।

জুনিয়র ডাক্তারদের সুমতি

৪ পাতার পর

নিতে হয়েছে। আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল এই যে, শেষ পর্যন্ত কোনো অঘটন ঘটেনি।

এই সমস্ত ঘটনাক্রমে আজকে এটা জলের মতো স্বচ্ছ যে, তাঁদের দাবি সম্বলিত এই আন্দোলনের প্রতি তাঁরা কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। এই ত্যাগ হয়তো আন্দোলনের রূপরেখার প্রাথমিক স্তরেই দেখা যেত, যদি না তাঁদের এই সৎ আন্দোলনের পেছনে ছদ্মবেশী রাজনৈতিক ছায়া এসে উপস্থিত হতো। অন্যদিকে আরও একটি পরিতাপের বিষয় এই যে, ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র (যিনি একজন দায়িত্বশীল প্রাক্তন সাংবাদিক) এবং দলের এক হেবি ওয়েট আইনজীবী নেতা হৃদয়বত্তা জলাঞ্জলি দিয়ে এই অনশন কর্মসূচি সম্পর্কে এমন আরও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছে, তাঁদের ঘরের কোনো ছেলে যদি এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলেও কি তাঁরা এমন হৃদয়হীন মন্তব্য করতে পারতেন? সর্বংসহা দলনেত্রী তারপরেও সেগুলি মেনে নিয়েছেন! যদিও এই প্রতিবেদনে সরকার বা সরকারের শীর্ষ নেত্রীর কী ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল বা তিনি আন্দোলনকারীদের প্রতি আরও কতটা সহৃদয় হতে পারতেন, সে-বিষয়ে

কোনো আলোচনার চেষ্টা কর ছি না।

পরিশেষে যেটা বলার, অভয়া কাণ্ডে জেরে অনামী কিছু উদ্যোগীর সামান্য সমাজমাধ্যমের আবেদনে যেভাবে হাজার হাজার মানুষ সমস্ত রকম ক্লেশ স্বীকার করেও পথে নেমে এসেছেন, মানুষের স্রোতে ভেসে গেছে এবং এখনো যাচ্ছে কলকাতা মহানগরীর রাজপথ থেকে জেলায় জেলায় অলিগলি এবং সংগঠিত ভাবে সেই আন্দোলনের কিছুটা হলেও রাশ টেনে ধরে আছেন, তাঁদের কাছে প্রশ্ন শুধু একটাই। মাঝখান থেকে ভুঁইফোঁড়ের মতো উদয় হওয়া কিছু কিছু রুমালে মুখ ঢাকা রাজনৈতি ছায়ার আড়ালেই এর শেষ পরিণতি ঘটবে? নাকি, অভয়ার ঘটনার বিচার পরিণতি কবে এবং কী হবে, পাখির চোখ সেদিকে রেখেই বৃহত্তর নাগরিক আন্দোলনকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়া হবে?

Vol-1 ● Issue - 11 ● November 2024 ● Tittle code : WBBEN16094
●Declaration No. : 10/SDO-BKP/ 2023 Dt. 24.11.2023

ঋষভের চোট চিন্তায় ভারত

বিশেষ সংবাদদাতা : বেঙ্গালুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে হারতে হয়েছে ভারতকে। কিন্তু সেই হারের পরই চিন্তা আরও বেড়েছে ঋষভ পন্থের চোট। প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফিল্ডিংয়ের সময় একেবারেই মাঠে নামতে দেখা যায়নি তরুণ উইকেট কিপার ব্যাটারকে। তাঁর পরিবর্তে উইকেটের পেছনে দায়িত্ব সামলেছিলেন ধ্রুব জুড়েল। যদিও ব্যাট হাতে প্রথম ইনিংসে ৯৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন পন্থ। প্রথম টেস্টের পর পন্থের ফিটনেস নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন রোহিতও। আর সেই থেকেই প্রশ্ন উঠেছে তবে কি দ্বিতীয় টেস্টে পন্থ আদৌ খেলবেন?ম্যাচের দ্বিতীয় দিন কিপিং করার সময় রবীন্দ্র জাডেজার বল পন্থের পায়ে লাগে। তারপরেই মাঠ ছাড়তে হয় তারকা কিপার-ব্যাটারকে। পরে তিনি দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে নামলেও, কিপিং করেননি। দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর খেলা কি সম্ভব? রোহিত জানান পন্থের পায়ে বড় অস্ত্রোপ্রচার হয়েছে। এছাড়াও একাধিক ছোট ছোট অস্ত্রোপ্রচার হয়েছে। কিপিং করার সময় যেহেতু বারংবার উঠতে, নামতে হয়, তাই পায়ের ওপর চাপ পড়ে। এত বড় অস্ত্রোপ্রচার হওয়ার পর পন্থকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয় দল, সেই কারণেই তাঁ কে বিশ্রাম দেওয়া হয় ।

কমনওয়েল গেমস থেকে একগুচ্ছ খেলা ছাঁটাই চিন্তায় ভারত

বিশেষ প্রতিবেদন: ২০২৬-এ গ্লাসগোয় কমনওয়েল গেমস থেকে একগুচ্ছ খেলা ছাঁটাই করা হয়েছে। গেমসের খরচ নিয়ন্ত্রণে আনতেই এই সিদ্ধান্ত। আর এই ছাঁটাই করা ক্রীড়াগুলির তালিকায় রয়েছে ভারতের পদকজয়ের সম্ভাবনাময় একাধিক খেলা।গত কমনওয়েল গেমসে ক্রিকেটে রুপো এসেছিল ভারতের ঝুলিতে। পদক এসেছিল ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিসেও। কিন্তু এই খেলাগুলির কোনওটিই রাখা হয়নি গ্লাসগোতে। গোটা প্রতিযোগিতাটি মাত্র চারটি ভেন্যুতে আয়োজিত হবে। সেই কারণেই খরচ কমাতে ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, নেটবল, রোড রেসিংয়ের মতো একাধিক খেলাকে ছাঁটাই করা হয়েছে। ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস থেকে ২০২২ সালের বার্মিংহাম গেমসে হওয়া মোট নয়টি খেলা ছাঁটাই করা হয়েছে।এই সব খেলাগুলিই ভারতের শক্তিশালী জায়গা। সেখানে এই সবগুলিই বাদ পড়ায় ভারতের পদকের সংখ্যা যে কমতে বাধ্য, তা বলাই বাহুল্য। ভিক্টোরিয়ায় ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন হওয়ার কথা থাকলেও, শেষ মুহূর্তে তারা সরে দাঁড়ানোয় গ্লাসগোতে গেমস আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভিক্টোরিয়ার মতো তারাও খরচ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিল। তাই মাত্র ১০টি খেলাই আয়োজিত হবে গ্লাসগোতে।

সৃজনশীলতার সঙ্গী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এক অভিনব চিত্র-প্রদর্শনী কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার মেলবন্ধনে এক অভিনব চিত্র প্রদর্শনীর সাক্ষী রইল শহর কলকাতা। “এআই আর্ট অন ক্যানভাস” নামের এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন প্রাক্তন আইএএস অফিসার দেবাশিস সেন। অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি শিল্পকর্মগুলি, যা সৃজনশীলতা ও শিল্পী সত্তার প্রচলিত ধারণা বদলে দিতে সক্ষমতার সাক্ষী। এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত চিত্রগুলি উন্নত অ্যালগোরিদম ও ডিপ লার্নিং মডেলের সাহায্যে তৈরি, যেখানে মানুষের কল্পনা এবং যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তার সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন। প্রদর্শিত সমস্ত ছবিতেই ছিল শিল্পীর সই, অকৃত্রিমতার সংশাপত্র (শংসাপত্র), এবং বিশেষ কিউআর কোড, যার মাধ্যমে “মাই আর্ট রেজিস্ট্রি” নামের এক আন্তর্জাতিক ওয়েব সাইটে গিয়ে শিল্পকর্ম গুলির মৌলিকত্ব যাচাই করা যাবে।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030 Price: 5/-
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor : Haimanti Roy Thakur,** Phone : 9836765148, 9830495701& Email : haaimaanti@gmail.com